তথ্যবিবরণী    নম্বর: ২০০৪                                                                                 ­­

**১৯৭৭ সালের হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত**

 **-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর):

১৯৭৭ সালে জাপান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল, তার বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। এই হত্যাকাণ্ডে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের স্বজনদের আশ্বস্ত করে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আপনারা এর বিচার পাবেন। কারণ আপনারা আজ যার (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) অভিভাবকত্বে আছেন, তিনিও আপনাদের মতো একজন ভিকটিম। তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। তাদেরকে হত্যার মাধ্যমেই কিন্তু এই চেইন অব কিলিংয়ের উদ্বোধন করেন জিয়াউর রহমান আর খন্দকার মোশতাক।

আজ রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে ‘মায়ের কান্না’ সংগঠন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান মানুষ হত্যা করে আনন্দ পেতেন। তার স্বভাব ছিল তিনি একজনকে লাগিয়ে দিয়ে অন্যকে হত্যা করতেন। তার কারণ হচ্ছে, ‘তিনি যে অবৈধ পথে ক্ষমতায় এসেছেন, সেই ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য, তাকে এই হত্যাগুলো করতে হবে।’ তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছিলেন। কারণ এই মুক্তিযোদ্ধারাই তার সামনা-সামনি এসে বলতে পারবে যে, তুমি এটা কী করছো, এই প্রশ্নের সম্মুখীন তিনি হতে চাননি। বন্ধুকেও তিনি (জিয়াউর রহমান) ছাড়েননি। তার প্রমাণ কর্নেল তাহের। এই কর্নেল তাহের তাকে ৭ই নভেম্বর রক্ষা করেছিল। অথচ এর সাত দিনের মধ্যে কর্নেল তাহেরকে তিনি গ্রেপ্তার করেন এবং তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন।

সংগঠনের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান মিঞা লেলিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য নাহিদ ইজাহার খান, এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্‌ বাংলাদেশের সভাপতি ইমিরেটাস প্রফেসর ড. খন্দকার বজলুল হক, দীপ্ত টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফুয়াদ চৌধুরী, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ আসিফ ওলালী ইনান।

#

রেজাউল/সায়েম/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ২০০৩

**মুম্বাই-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালিত**

মুম্বাই (ভারত), ১৫ ডিসেম্বর :

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, মুম্বাই, গতকাল যথাযথ মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করেছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, বিশেষ মোনাজাত এবং দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার চিরঞ্জীব সরকার দিবসের সূচনা করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

আলোচনা সভায় মুম্বাই-এ নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে জাতির পিতা এবং অসংখ্য আত্মত্যাগকারী সূর্যসন্তান, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। চিরঞ্জীব সরকার উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন আন্দোলনের-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতিকে ধীরে ধীরে মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেন। আর এ সংগ্রামের অগ্রভাগে থাকা বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে অবদান রাখেন। কিন্তু বিজয়ের প্রাক্কালে জাতিকে মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে আজকের দিনে হানাদার বাহিনী এ হত্যাযজ্ঞ চালায়। তদুপরি বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে আজ বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। দেশকে আরো এগিয়ে নিতে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান ।

বিশেষ মোনাজাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল শহিদসহ জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এ সময় দেশ ও জাতির শান্তি, উন্নতি এবং চলমান বিশ্ব অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হতে উত্তরণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুম্বাই-এ বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ২০০২

**ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না**

 **- এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। আওয়ামী লীগের ঐক্যই হচ্ছে আওয়ামী লীগের মূলশক্তি। আওয়ামী লীগের শক্তিই হচ্ছে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। দেশের উন্নয়ন ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশে ষড়যন্ত্র চলছে। বিজয়ের মাসে বিজয়ের দৃপ্ত শপথ নিয়ে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।

আজ শরীয়তপুরের নড়িয়ার নশাসন ইউনিয়নে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও গণসংযোগ এবং শুভেচ্ছা বিনিময়কালে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগের সৃষ্টিই হয়েছে, এদেশের মানুষের হাসি ফোটানোর জন্য। তাই আওয়ামী লীগের বিজয় মানে শেখ হাসিনার বিজয়। আর শেখ হাসিনার বিজয় মানে বাংলাদেশের বিজয়।

এনামুল হক শামীম বলেন, লাগাতার ভুল রাজনীতির চোরাবালিতে আটকে থাকা বিএনপি ক্রমেই দেউলিয়া সংগঠনে পরিণত হয়েছে। বিএনপি ও তাদের দোসরা কখনো এদেশের উন্নয়ন চায়নি। তারা সবসময় নিজেদের উন্নয়নে ব্যস্ত ছিল। তাই বিএনপি ও তাদের দোসরদের এদেশের মানুষ আর কখনো ক্ষমতায় দেখতে চায় না। এদেশের জনগণ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ধারাবাহিকতা রক্ষায় আওয়ামী লীগ ও জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষেই থাকবে।

এসময় উপমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন নড়িয়া উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম ইসমাইল হক, পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও নশাসন ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন তালুকদার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ নুরুল আমীন রতন, সহ-সভাপতি মোস্তফা আকন, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা স্বপন মুন্সী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জসিম দেওয়ান, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আসাদুজ্জামান আজম, ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি তাইজুল সরদার, সাধারণ সম্পাদক ওয়ালীউল্যাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিএম আরিফ, ছাত্রলীগের সভাপতি কাওসার আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ইমরান বেপারী প্রমুখ।

#

গিয়াস/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ২০০১

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৮৯ শতাংশ। এ সময় ৩৩৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৮৪৭ জন।

#

সুলতানা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০০০

**জাতিসংঘের বিবৃতি নির্বাচন প্রতিহতকারী বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে গেছে**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, নির্ভয়ে ভোটদানে জাতিসংঘের আহ্বানকে আমরা স্বাগত জানাই এবং এটি বিএনপি-জামায়াত, যারা নির্বাচনকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে গেছে।

আজ রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এমন বিবৃতি নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘এটি একটি ভালো স্টেটমেন্ট। জাতিসংঘের এ স্টেটমেন্টকে আমরা স্বাগত জানাই এবং কারা ভোটদানে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, ভোট প্রতিহত করার চেষ্টা করছে, আপনারা জানেন। বিএনপি-জামায়াত ঘোষণা দিয়েছে তারা ভোট প্রতিহত করবে। ভোটকেন্দ্রে যাতে মানুষ না যায়, সেজন্য তারা ভীতিসঞ্চার করছে, গাড়ি-ঘোড়া পোড়াচ্ছে, রেললাইন খুলে ফেলছে। সুতরাং আমি মনে করি এই বিবৃতি তাদের বিরুদ্ধে গেছে। কারণ এই বিবৃতি যারা ভোটকে প্রতিহত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে।’

‘বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী জ্বালাও-পোড়াও চালিয়েই যাচ্ছে, এটি প্রশাসনের ব্যার্থতা কি না’ এ প্রশ্ন করলে হাছান মাহ্‌মুদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘ওরা ২০১৩-১৪-১৫ সালে যেভাবে জ্বালাও-পোড়াও করেছিল, সেটি এখন পারছে না এবং এটিকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা আমাদের দায়িত্ব। সেই লক্ষ্যে সরকার ও প্রশাসন কাজ করছে।’

আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টির আলোচনা নিয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, আলোচনা চলছে। যে কারো সঙ্গেই ‘স্ট্র্যাটেজিক এলায়েন্স’ হতে পারে।

এর আগে ডিআরইউ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ডিআরইউ সংগঠনটি চমৎকারভাবে কাজ করছে। আমি অনেক আগে থেকে তাদের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত, ভবিষ্যতেও থাকব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে গঠিত সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আজ সাংবাদিকদের জন্য একটি ভরসাস্থল উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী সংগঠনগুলোর সাংবাদিকদের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এতে কেউ অসুস্থ হলে ও মৃত্যুবরণ করলে টাকা পাবে। এই সুবিধা দেশে কম।

ডিআরইউ সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভর নেতৃত্বে নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ সদস্যরা এ সময় মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা অর্পণ করেন। সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম শামীম, সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক রফিক রাফি, নারী বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদা ডলি, তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোঃ রাশিম, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ মাহবুবুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ মনোয়ার হোসেন, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ (মেজবাহ), কল্যাণ সম্পাদক মোঃ তানভীর আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য সাঈদ শিপন, মুহিববুল্লাহ মুহিব ও মোঃ শরীফুল ইসলাম এ সাক্ষাতে অংশ নেন।

#

আকরাম/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৯৯৯

**মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তি এখনও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে**

 **---এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তি এখনো ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল। সুতরাং ষড়যন্ত্র করে ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগকে পরাজিত করা সম্ভব নয়।

গতকাল শরীয়তপুরের নড়িয়ার মোক্তারের চর ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ আয়োজিত শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, দেশবিরোধী ও উন্নয়নবিরোধী অপশক্তি সুযোগ পেলে দেশের ক্ষতি করতে তৎপর। তারা নির্বাচন নয়, ভিন্ন পথে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কারণ, তাদের জনসমর্থন নাই। তার গণধিকৃত দল। তাদের আর কখনো এদেশের মানুষ ভোট দেবে না।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তি হুমকি দিচ্ছে। তারা দেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত থাকবে। একাত্তরের চেতনা আর আত্মশক্তিতে বলিয়ান জাতি কখনো পরাজিত হতে পারে না। এদেশের মানুষ কখনো বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের প্রশ্নে আপস করে না।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের হাসান মাস্টারের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদ বেপারীর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন নড়িয়া উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম ইসমাইল হক, পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মাল, সহ-সভাপতি ও মোক্তারের ইউপি চেয়ারম্যান বাদশা শেখ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহআলম চৌকিদার, দপ্তর সম্পাদক মাস্টার শাহআলম, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান জাকির বেপারী, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান নাজমা মোস্তফা, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শের আলী মাদবর, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. মুক্তা আক্তার, নড়িয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক দেলোয়ার আকন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ভিপি মামুন মোস্তফা, নড়িয়া সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন সানি, নড়িয়া পৌরসভা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইউনুস শেখ, নড়িয়া সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান খালাসী প্রমুখ।

#

গিয়াস/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৯৮

**আবুধাবিতে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত**

আবুধাবি, 1৫ ডিসেম্বর:

গতকাল আবুধাবিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে দিবসের অনুষ্ঠানমালার সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এবং বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ঠিক আগমুহূর্তে ১৪ ডিসেম্বর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, রাজাকার, আলবদর, আলশামস পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাযজ্ঞ চালায়। বক্তাগণ দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে দিনটিকে কালো অধ্যায় হিসেবে অবহিত করেন।

রাষ্ট্রদূত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ দেশমাতৃকার স্বাধীনতার সংগ্রামে সফল হয়। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রেখে যাওয়া আদর্শ ও পথকে অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সুখী-সমৃদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়তে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহবান জানান। শেষে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশের সার্বিক কল্যাণ কামনায় মোনাজাত করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৯৭

**যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত শ্রমমন্ত্রী জুলি সু-এর সাথে রাষ্ট্রদূত ইমরানের**

**সাক্ষাত: বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা**

ওয়াশিংটন ডিসি, 1৫ ডিসেম্বর:

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান গতকাল ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত শ্রমমন্ত্রী জুলি সু (Julie Su) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করেন। গতকাল ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের সাইডলাইনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে রাষ্ট্রদূত এবং ভারপ্রাপ্ত মার্কিন শ্রমমন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বাংলাদেশের শ্রমমান নিয়ে দুই সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের উদ্বেগ নিরসনে একমত হন।

এ দিন রাষ্ট্রদূত ইমরান ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবারের ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি থিয়া লি’র (Thea Lee) সাথেও সাক্ষাত করেন। বৈঠক দুটিতে ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (কমার্স) সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

#

সাজ্জাদ/সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৯৬

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত**

নিউইয়র্ক, ১৫ ডিসেম্বর :

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গতকাল শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদ বুদ্ধিজীবীসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শহিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

আলোচনা পর্বে মূল বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপস্থায়ী প্রতিনিধি ও চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স তৌফিক ইসলাম শাতিল। তিনি বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শাহাদাৎ বরণকারী সকল সদস্য, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে নিহত সকল শহিদ বুদ্ধিজীবী, মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহিদ এবং সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দিবসটিকে আমাদের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতির এই বীর সন্তানেরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেন।

মিশনের দূতালয় প্রধান ফাহমিদ ফারহানের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৯৫

**লিসবনে বাংলাদেশ দূতাবাসে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত**

লিসবন, ১৫ ডিসেম্বর :

পর্তুগালের লিসবনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে গতকাল শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ, গণমাধ্যম কর্মীগণ, দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। শহিদ বুদ্ধিজীবী, জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্য ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ।

#

সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৯৪

**ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত**

ব্রাসিয়া (ব্রাজিল), ১৫ ডিসেম্বর :

ব্রাজিললের ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা।

এ অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ নিহত সকল বুদ্ধিজীবী এবং স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সকল শহিদ সদস্যদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা। বুদ্ধিজীবী দিবসের তাৎপর্যকে প্রতিপাদ্য করে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনসহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল আত্মত্যাগকারী, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ এবং বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৯৩

**টরন্টোতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত**

টরন্টো (কানাডা), ১৫ ডিসেম্বর :

কানাডার টরন্টোতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়। শহিদ বুদ্ধিজীবীসহ সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তাগণ শহিদ বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

কনসাল জেনারেল মোঃ লুৎফর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। পরের দিন ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে মুক্তিকামী বীর বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালি জাতির বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন উদ্দেশ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়।

আলোচনা শেষে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে নিহত শহিদ বুদ্ধিজীবীসহ সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৯২

**নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত**

নিউয়র্ক ১৫ ডিসেম্বর :

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে গতকাল যথাযথ মর্যাদায় ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালিত হয়।

‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ এবং অন্যান্য শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়।

এ অনুষ্ঠানের আলোচনায় কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা দিনটিকে বাংলাদেশের তথা বিশ্বের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতির নিশ্চিত বিজয় আসন্ন আঁচ করতে পেরে পাক হানাদারবাহিনী দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করে, যাতে বাংলাদেশ আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আর সেটাই ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্য, শহিদ বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এর পূর্বে কনসাল জেনারেল উত্তর আমেরিকা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিউইয়র্কের ডাইভারসিটি প্লাজায় অস্থায়ীভাবে স্থাপিত শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে রাত ১২:০১ মিনিটে কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে ‍পুস্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

#

সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1991

**Prime Minister’s Message on the great Victory Day**

Dhaka, 15 December :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the great Victory Day :

“Today is the 16th of December, our great Victory Day. This is one of the most glorious days in the national life of Bangalees. Bangladesh has completed 52 years since her victory. Responding to the clarion call of the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangalee nation achieved ultimate victory on this day in 1971 after 23 years of intense political struggle and 9 months of blood-shedding War of Liberation.

I extend my heartfelt greetings and congratulations to the countrymen on the occasion of the month of victory. I recall with deep gratitude the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I pay my tributes to four national leaders, three million martyrs, two hundred thousand dishonoured women of the War of Liberation, and the greatest sons of the soil-the Freedom Fighters-whose supreme sacrifices gifted us an independent, sovereign Bangladesh. I recall with gratitude those foreign states and friends who had extended their support during our Liberation War.

Under the undaunted leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib, the Bangalee nation got prepared for independence through the Language Movement of 1948-'52, the Education Movement of 1962, the Six- Point Demand of 1966, the Eleven-Point Movement, and the Mass Upsurge of 1969. The Awami League secured an absolute majority in Pakistan in the general elections of 1970. However, Pakistanis did not allow the Bangalee nation to assume power. The Father of the Nation realized that the oppression, persecution, and deprivation meted out to the Bangalee nation would not be ended without achieving independence. Accordingly, on the historic 7 March of 1971, in front of a million people at the then Race Course Maidan firmly pronounced, 'The struggle this time is a struggle for our emancipation, the struggle this time is a struggle for independence. At the call of Bangabandhu Sheikh Mujib, a country-wide non-cooperation movement began. Preparation for waging an armed struggle also continued. On the fateful night of March 25 1971, the Pakistani occupation forces launched a brutal onslaught and committed genocide on the innocent and unarmed Bangalees. In the early hours of March 26, Bangabandhu Sheikh Mujib declared the independence of Bangladesh. The formal War of Independence started. The first government of the People's Republic of Bangladesh, with Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the President, Syed Nazrul Islam as the Vice President and Tajuddin Ahmad as the Prime Minister, was sworn in on April 17 at the historic Mujibnagar. Under the guidance of the Mujibnagar government, the valiant freedom fighters earned their ultimate victory on December 16 by defeating Pakistani occupation forces and their local collaborators, Razakar, AlBadr, and AlShams.

In just three and a half years of his government, the Father of the Nation rebuilt the war-ravaged country. Destroyed roads, bridges, culverts, railways, and ports were rebuilt to revive the economy. In just 10 months, our constitution was drafted on the basis of the spirit of the Liberation War under his direction. In 1975, the GDP growth rate exceeded 9 percent. Bangabandhu Sheikh Mujib turned war-ravaged Bangladesh into a ‘least developed’ country.

While Bangabandhu Sheikh Mujib was advancing to build an exploitation-deprivation-free, non- communal democratic ‘Sonar Bangla’ overcoming all obstacles, the anti-liberation forces brutally killed him along with most of his family members on August 15, 1975. After the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujib, the development and progress of Bangladesh came to a halt. The politics of killing, coups, and conspiracy started. The assassins and their accomplices promulgated the ‘Indemnity Ordinance’ to block the trial of this heinous murder in history.

-2-

After getting the public mandate in 1996, the Bangladesh Awami League formed the government after 21 years. After assuming office, we took initiatives to establish Bangladesh as a dignified state in the comity of nations. Through the introduction of social safety net programs, poor and marginalized people are brought under government allowances. We made the country self-sufficient in food production, with special emphasis on agricultural production. The Ganges Water Sharing Treaty was signed with India in 1996. We signed the historic Peace Accord in 1997 with the aim of establishing peace in the Chittagong Hill Tracts. By repealing the 'Indemnity Ordinance' we started the trial of the Bangabandhu Murder Case.

Forming governments for three consecutive terms since 2009, the Bangladesh Awami League has relentlessly been working for the last 15 years to improve the living standard of the people. We are implementing the unfinished tasks of the Father of the Nation. Today, Bangladesh is self-reliant on food production. We are now focusing on ensuring nutrition for the people. Our sovereign rights over a vast area in the Bay of Bengal have been established through the peaceful settlement of maritime disputes with Myanmar and India. The implementation of the Bangladesh-India Land Boundary Agreement has put an end to the protracted, inhumane lives of the enclave people. The nation has become free from stigma by executing the verdict in the Bangabandhu murder case. The trial of four national leaders has been accomplished. The trial of war criminals continues, and the verdicts are being executed.

We have formulated the Second Perspective Plan for 2021-2041 and are executing the 8th Five-Year Plan. We have started the implementation of the 100-year ‘Delta Plan-2100’ for the first time in the world. Today, the benefits of ‘Digital Bangladesh’ have been expanded from the urban to the remote rural level. The urban facilities are being delivered to every village. All landless and homeless people are being provided houses. No one in Bangladesh will be left homeless. Cent percent of people have been brought under electricity coverage. Per capita income has increased to US$ 2,765 now from US$ 543 in 2005-06. We have made impressive progress in every sector of the country. Bangladesh is now a ‘role model’ in every field of socio-economic development, including agriculture, education, health, communication, information technology, industry, trade and commerce. Bangladesh has received the final approval of the United Nations to graduate from a least developed country to a dignified 'developing’ nation.

Bangabandhu Sheikh Mujib elevated Bangladesh to a ‘least developed’ country, and we took the motherland to the row of a ‘developing’ state on the auspicious occasion of ‘Mujib Year’ and the Golden Jubilee of our victory. Everything we have achieved in the last 52 years since our independence has been attained by the Father of the Nation and the Awami League. I firmly believe that if this trend of development continues, Bangladesh will be established as a hunger-poverty-free and developed-prosperous country by 2041, as dreamt by Bangabandhu Sheikh Mujib, InshaAllah.

The establishment of the nation-state ‘Bangladesh’ through the victory of the War of Liberation on December 16, 1971, was the greatest achievement of the Bangalee nation. To make this achievement meaningful, we have to know and let people know about the Greatest Hero of Independence, Bangabandhu Sheikh Mujib, and the War of Liberation. We will convey the spirit of the great liberation war from generation to generation; let this be our pledge on this victory day.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.”

#

### Rejaul/Siddik/ Zulfikar/ Rabi/Buddu/Masum/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৯০

**মহান বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৬ই ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাঙালির জাতীয় জীবনের এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। আজ বিজয়ের ৫২ বছর পূর্তি হলো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এদিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি।

বিজয়ের এ মাসে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেইসব দেশ ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৪৮-’৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬২’র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬’র ছয় দফা, ৬৯’র এগারো দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। ৭০’র সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন, চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশনায় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন।

জাতির পিতা মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন ও পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। মাত্র ১০ মাসে তাঁর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনারভিত্তিতে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ অতিক্রম করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু ‘স্বল্পোন্নত’ দেশের কাতারে নিয়ে যান।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা। শুরু হয় হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। ঘাতক এবং তাদের দোসররা ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করতে জারি করে ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’।

দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব, প্রান্তিক মানুষদের সরকারি ভাতার আওতায় আনা হয়। কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূ্র্ণ করি। পানির হিস্যা আদায়ে ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ বাতিল করে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করি।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে গত ১৫ বছর ধরে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা এখন পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বিশাল এলাকার ওপর আমাদের সার্বভৈৗম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের মানবেতর জীবনের অবসান হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি গ্লানিমুক্ত হয়েছে। জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত রয়েছে এবং বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

আমরা ২০২১-২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শতবছরের ‘বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সকল গৃহহীন-ভূমিহীনের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের একটি মানুষও আর গৃহহীন থাকবে না। শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আমরা দেশের প্রতিটিখাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতিটিক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে ‘রোল মডেল’। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল ‘উন্নয়নশীল’ দেশে উন্নীত হওয়ার জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে ‘স্বল্পোন্নত’ দেশে উন্নীত করেন, আর আমরা মাতৃভূমিকে ‘উন্নয়নশীল’ দেশের কাতারে নিয়ে গেছি। স্বাধীনতার পর বিগত ৫২ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা জাতির পিতা এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে, ইনশাল্লাহ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা হলো বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সবাইকে জানতে ও জানাতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমরা পৌঁছে দিবো- বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/বুদ্ধ/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number :1989

**President's message on the great Victory** **Day**

Dhaka, 15 December :

President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of the great Victory Day :

“Today is 16 December, our great Victory Day. On this day in 1971, we achieved our long- cherished victory after a long struggle and a nine-month bloodshed war. It gives us a sovereign country, independent nationhood, a sacred constitution, our own map and a red-green flag. On this jovial day, I extend my sincere felicitations and warm greetings to my fellow countrymen living in home and abroad.

I recall with profound respect the greatest Bangalee of all time Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I pay my deep homage to the valiant freedom fighters who made supreme sacrifice in the War of Liberation for the cause of country’s Independence. I remember with gratitude the four national leaders, the heroic freedom fighters, two lacs oppressed women, the organizers and supporters of the Liberation War, foreign friends, war-wounded individuals and members of the martyrs' families including people of all walks of life who directly and indirectly contributed to our victory. The nation recalls their contributions with utmost respect.

Independence is the greatest achievement of the Bengali nation. In its backdrop, there was a prolonged history of deprivation, sanguinary struggle and supreme sacrifice of our people. The dream journey of independence started with the great Language Movement in 1952, subsequently, came into reality on 26 March in 1971 through the proclamation of Independence by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, overcoming various ups and downs and staging long movement and agitation. The final victory was achieved under Bangabandhu’s leadership and guidance on 16 December 1971 through a nine-month long armed war of liberation against Pakistani invading forces.

Bangabandhu’s aim was to attain political sovereignty as well as people’s economic emancipation. Returning to the newly independent country from Pakistan’s prison, keeping the aims of independence in mind, the Father of the Nation started his journey for achieving economic self- sufficiency by rebuilding economy and infrastructure of the war-torn country. He called for an agricultural revolution and launched a movement against corruption, black marketers, profiteers and looters. But the progress of democracy and development was halted after the brutal assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with his family members and relatives committed by anti-liberation forces on 15 August 1975. Consequently, the journey to the democracy and development was obstructed; the autocratic and undemocratic government was emerged.

Bangladesh is now marching on the path of democracy and development. Imbued with the spirit and values of our Liberation War and Independence, the Government is making relentless efforts to materialize the unfinished tasks of Bangabandhu. With the successful implementation of ‘Vision 2021’ announced by Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has now become a Middle Income country. In it’s continuation, ‘Vision 2041’ has been announced to turn Bangladesh into a developed and prosperous country. Despite various adversities, Bangladesh is achieving sustained economic growth continuously due to various welfare programs for mass people undertaken by the government. The country is advancing in every index of socio-economic development including health, education, women empowerment etc.

A new chapter has been opened in the history of development of Bangladesh with the implementation of the Padma Bridge- a unique milestone, Dhaka Metro Rail; Dhaka Elevated Expressway; Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel; Padma Bridge Rail Connecting Project and Dhaka-Vanga Rail Line; Chottogram-Cox’s Bazar, Khulna-Mongla and Akhaura-Agortola Rail Connecting Project; Hazrat Shajalal International Airport-Third Terminal; Chottogram Elevated Expressway: Matarbari Thermal Power Plant; Purbachal Expressway; and Ghorashal Polash Urea Fertilizer Factory. Besides, Bangladesh became the member of world atomic club with the graduation of Ruppur Nuclear Power Plant. Currently, various geopolitical crises are causing global economic recession and spike in inflation when we could hardly mitigate the adverse effect of COVID-19 pandemic. The government has taken comprehensive programs including cost-cutting measures and providing various incentives to overcome the crisis. I hope, under the prudent leadership of Prime Minister Sheikh Hasina we will be able to overcome the crisis, Inshallah. All-out cooperation as well as a positive attitude of our people is imperative to take the ongoing development trend forward. Everyone should be vigilant so that political differences can not hinder our development process and social stability.

Our foreign policy is being exercised in accordance with the principle of "Friendship to all, malice towards none" as enunciated by the Father of the Nation. Bangladesh believes in world peace and harmony. War cannot bring solutions to any crisis. Bangladesh believes that any crisis can peacefully be solved through dialogue. Bangladesh has strongly condemned Israel’s heinous aggression, atrocity and bombing on mass people of Palestine including Gaza. Bangladesh will always stand by and extend unwavering support to the people and government of Palestine in establishment of their inalienable rights. Bangladesh is always sincere in humanitarian solutions of any international crisis. So far, Bangladesh has set a unique example of humanity in international arena by providing shelter to millions of forcibly displaced and tortured Rohingyas fled from Myanmar. It is my expectation that international community would take pragmatic and effective actions to solve the Rohingya crisis.

The role of expatriates in economic development of Bangladesh is undeniable. Our expatriate Bangladeshis are making a significant contribution to the national economy by sending their hard- earned remittances to the country. The nation acknowledges their contribution with gratitude. I hope that during this global recession and economic crisis, our expatriates will continue to send foreign remittance and play a positive role in the country's development.

In order to deliver the benefits of independence at people's doorstep we need to institutionalize our democracy which we attained through the sacrifice of millions of martyrs. The political parties will have to nurture the culture of mutual respect and of tolerance of others’ opinion. Let us contribute more from our respective positions in implementing the spirit and values of war of liberation and take the nation towards the path of development and prosperity. Let our country turn into ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal) as dreamt by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and transform it as ‘Smart Bangladesh’ as declared by Prime Minister Sheikh Hasina- this is my expectation on this great Victory Day.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

### Rahat/Siddik/ Zulfikar/ Rabi/Buddu/Masum/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮৮

**মহান বিজয়** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকালমহান বিজয় দিবসউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৬ ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা অর্জন করেছি কাঙ্ক্ষিত বিজয়। আমরা পেয়েছি একটি সার্বভৌম দেশ, স্বাধীন জাতিসত্তা, পবিত্র সংবিধান, নিজস্ব মানচিত্র ও লাল-সবুজ পতাকা। বিজয়ের আনন্দঘন এদিনে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই বিজয়ের শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধু, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। তবে এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের করুণ ইতিহাস। ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিলো রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্যস্বাধীন দেশে ফিরে জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন কৃষি বিপ্লবের। আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরী, লুটেরাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে উন্নয়নের সেই অভিযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। রুদ্ধ হয় গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথ। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের।

দেশ আজ গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দেয়ার লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ‘রূপকল্প ২০২১’ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে ‘রূপকল্প ২০৪১’। সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির ফলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নের অনন্য মাইলফলক স্বপ্নের পদ্মাসেতু, ঢাকা মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ও ঢাকা-ভাঙ্গা রেলপথ, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল সংযোগ প্রকল্প, খুলনা-মোংলা ও আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ৩য় টার্মিনাল, চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে, ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানাসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্র্যাজুয়েশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের পারমাণবিক ক্লাবের সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

-২-

করোনা মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে উঠার আগেই ভূ-রাজনৈতিক সংকটের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি দেখা দিচ্ছে। এ সংকট মোকাবিলায় সরকার সাশ্রয়ী নীতি গ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্রদানসহ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আমরা এ সংকটও কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো- ইনশাল্লাহ। এজন্য সকলের সহযোগিতার পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতভিন্নতা যাতে উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত না করে সেদিকে সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’ জাতির পিতা ঘোষিত এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। যুদ্ধ কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বাংলাদেশ মনে করে আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনের গাজাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে নিরীহ-নিরস্ত্র জনগণের ওপর বর্বরোচিত বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানায় বাংলাদেশ। ফিলিস্তিনি জনগণের যেকোনো ন্যায্য অধিকার আদায়ে বাংলাদেশ সবসময় তাদের পাশে থাকবে। আন্তর্জাতিক সমস্যার মানবিক সমাধানে বাংলাদেশ সর্বদা আন্তরিক। ইতোমধ্যে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লাখ লাখ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাস্তবভিত্তিক কার্যকর অবদান রাখবে- এই প্রত্যাশা করি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা তাদের কষ্টার্জিত রেমিট্যান্স দেশে প্রেরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। জাতি তাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। আমি আশা করি, বিশ্বমন্দা ও অর্থনীতির এই ক্রান্তিকালে প্রবাসী ভাইবোনরা রেমিট্যান্স প্রেরণ অব্যাহত রাখবেন এবং দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখবেন।

লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তাই আসুন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরো বেশি অবদান রাখি, দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যাই, গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- মহান বিজয় দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/বুদ্ধ/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ